সাময়িকী
এছাড়াও রয়েছে
ধর্মচিন্তা

আজ ২০ পৃষ্ঠা
শুক্রবারের

রেজি-ডিএ ৮৪ ▮ ৭০তম বর্ষ ▮ ১৬২তম সংখ্যা
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ▮ ১৯ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরি ▮ ৯ জুন ২০২৩
THE DAILY ITTEFAQ ▮ www.ittefaq.com.bd ▮ www.clickittefaq.com
মূল্য ১২.০০ টাকা

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

শিকলবাহা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিলামে বিক্রি হচ্ছে
পৃষ্ঠা ৭

এবার 'সীতা' হচ্ছেন 'গাঙ্গুবাঈ'!
পৃষ্ঠা ১২

নিয়ন্ত্রণহীন কানাডার দাবানল প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রেও
পৃষ্ঠা ১১

বেকহামের ইন্টার মায়ামিতে মেসি
পৃষ্ঠা ১০

গণপরিবহনে শিশুর যাত্রা নিরাপদ হোক

তরিকুল ইসলাম

উন্নত দেশের মতোই বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষায় স্ট্যান্ডার্ড সিট বেল্ট দিয়ে গণপরিবহনে শিশুর আসন নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে দুর্ঘটনায় শিশু সুরক্ষিত থাকে। কারণ, সড়ক দুর্ঘটনায় যখন বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষ ঘটে তখন দেখা যায় মায়ের কোলে বসিয়ে রাখা শিশুটি ছিটকে গিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু কোলে ঢোলে পড়ে। একজন অভিভাবক হিসেবে গাড়িতে ভ্রমণ করার সময় আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো আপনার সন্তানকে নিরাপদ রাখা।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭ হাজার ৭১৩ জন, এর মধ্যে তিন মাস থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা ১ হাজার ১৪৩। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে তিন জনের বেশি শিশু সড়কে প্রাণ হারিয়েছে। সড়কে শিশু মৃত্যু ঠেকাতে গাড়িতে সিট বেল্ট বাঁধা, যানবাহনে শিশুদের উপযোগী সিটের ব্যবস্থা করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

গাড়িতে সন্তানের যে ধরনের আসন প্রয়োজন তা নির্ভর করে আপনার সন্তানের বয়স, আকার এবং বিকাশের প্রয়োজনীয়তাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। একটি শিশু সুরক্ষা আসনকে কখনো কখনও শিশু সুরক্ষা আসন, শিশু সংযম ব্যবস্থা, শিশু আসন, শিশুর আসন, বা একটি বুস্টার সিট বলা হয়। এটি এমন একটা আসন যা বিশেষভাবে গাড়ির সংঘর্ষের সময় শিশুদের আঘাত বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, সড়ক দুর্ঘটনা ১ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশু সুরক্ষিত আসন উল্লেখযোগ্যভাবে আঘাত, অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার হ্রাস করে। বাংলাদেশের সড়ক ও সড়ক পরিবহন শিশুবান্ধব নয়। শিশুদের জন্য উপযোগী যানবাহন নেই। আবার শিশুরা সড়ক ব্যবহারের কোনো নিয়ম-নীতি জানে না। বিষয়টি নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে যেমন কোনো উদ্বেগ নেই, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও কোনো প্রকার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে নীরবে আমাদের শিশুরা নিহত হচ্ছে, পঙ্গু হচ্ছে। এটা জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

গত বছরের ২৭ ডিসেম্বরে গেজেট আকারে প্রকাশিত বিধিমালায় শিশু যাত্রীর জন্য সিটবেল্ট বাঁধা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিধান কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারির কথা বলা হলেও শিশু আসনের বিষয়ে কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উচ্চ গতির যুগে এবং গাড়িতে আটকে থাকা রাস্তা, চালকদের বেপরোয়া গতি ভ্রমণের সময় শিশুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। অতএব, শিশুদের নিরাপদ পরিবহনের জন্য, শিশুদের উপযোগী সুরক্ষিত আসন অত্যন্ত জরুরি।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, সড়ক দুর্ঘটনারোধে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যার মধ্যে অন্যতম হলো সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮। তবে, আইনটি যুগোপযোগী হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আইনটিতে মোটরসাইকেলে হেলমেট পরিধান বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলেও, মানসম্মত হেলমেট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা কিংবা এর মানদণ্ড নির্ণয় করে দেওয়া হয়নি। এ আইনে গতিসীমা লঙ্ঘনের বিধান বর্ণিত থাকলেও গতিসীমা নির্ধারণ কিংবা পর্যবেক্ষণের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া যাত্রীদের সিটবেল্ট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ও শিশুদের ক্ষেত্রে চাইল্ড রেস্ট্রেইন বা শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আইনটিতে নেই।

শিশু আসনের পক্ষে কারণগুলোর মধ্য অন্যতম হচ্ছে সড়কে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শিশু আসন থাকায় শিশুকে সুরক্ষা রাখে, ধাক্কা ছাড়াই এবং সর্বাধিক গতির অসুস্থতার প্রভাবসহ একটি নিরাপদ ভ্রমণ প্রদান করে। সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশের সড়ক ও সড়ক পরিবহন শিশুবান্ধব না হওয়া, গাড়িতে শিশুদের উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা না থাকা, সড়ক ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা শিশুদের জন্য নিরাপদ না করা ইত্যাদি।

দেশে গণপরিবহনে শিশু আসন তৈরি করার কোন আইনি বিধি-বিধান নেই। তাই বর্তমান নীতিমালায় শিশু আসন বাস্তবায়নে একটি সংযোজন প্রয়োজন। দেশে সঠিকভাবে শিশু নিরাপত্তা আসন ব্যবহার করা হলে গণপরিবহনে শিশুমৃত্যু কমাতে ৭১ শতাংশ সফল হবে। দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যাতে সিট তৈরির সময় শিশুদের বিষয়টি লক্ষ্য রাখে সে নির্দেশনা প্রয়োজন। এছাড়া বাইরে থেকে যারা সিট বা গাড়ি আনেন তারাও যেন শিশুদের বিষয়টি গুরুত্ব দেন সেটা মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যানবাহন চালক ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। আমাদের দেশের গণপরিবহনে শিশু আসন খুবই জরুরী। শিশু আসনের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন করে তা অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হোক। প্রতি বছরে সড়কে আমাদের দেশে অভাবনীয় হারে শিশুর প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। আর এই মৃত্যুর হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষা দিতে শিশু আসন আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন চাই।

'আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ', আর তাইতো আমাদের সবার উচিত তাদের নিরাপত্তার দিকটা লক্ষ্য রাখা। সড়ক পরিবহন আইনে শিশুদের জীবন রক্ষায় গণপরিবহনে সুরক্ষিত শিশু আসনের বিধান অন্তর্ভুক্ত হোক—এটাই কামনা।

● **লেখক : অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) রোড সেইফটি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।**